দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 04 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২ ...

এইচএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা ॥ নয় বছরে ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হলেও পাস ১৮০০

মিজানুর রহমান ঃ দেশে এইচএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা প্রকল্পে গত ৯টি শিক্ষাবর্ষে ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হলেও পাস করেছে ১৮শ' ১ জন ছাত্রছাত্রী। ৯টি শিক্ষা বছরে মোট ২৮ হাজার ৪শ' ৪৬টি আসনের বিপরীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬ হাজার ৬শ' ৯ জন। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি ট্রেডে ৩০ জন শিক্ষার্থীর কোটায় কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে তাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হবে না কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এমন বিধান থাকলেও অধিকাংশ টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজে (টিএসসি) অবৈধ উপায়ে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে গড়ে প্রায় ৮১ ভাগ আসন ভর্তি শূন্য থাকছে। এইচএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা পাঠক্রমে বিজ্ঞান বিষয়গুলোকে সঙ্কুচিত করায় এসএসসি ভোকেশনাল থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিকে এই কোর্সে ভর্তি হচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক আবেদনে এইচএসসি (ভোক) শিক্ষা কার্যক্রমের বেহাল দশা ও দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে জরুরী পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় দেশে ৯৪টি সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ চালু রয়েছে। এই শিক্ষাক্রমে আগের 'ভোকেশন্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের' নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে 'টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ', সংক্ষেপে টিএসসি। প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদবি পরিবর্তন করে সুপারিন্টেন্ডের পরিবর্তে অধ্যক্ষ করা হয়েছে এবং তাদের বেতন স্কেল চার ধাপ এগিয়ে সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক পদের সমান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষকদের পদ পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের বেতন স্কেল সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের বেতন স্কেলের সমান করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রশিক্ষণের কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ৩৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পরও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। এসএসসি ভোকেশনাল থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা এইচএসসি ভোকেশনালে ভর্তি হতে অনীহা প্রকাশ করছে। উচ্চ মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক এই দুই সত্তাকে বাঁচাতে এইচএসসি বিজ্ঞান বিষয়গুলোকে সঙ্কুচিত করে এমন অবস্থা করা হয়েছে যে, এইচএসসি ভোক থেকে পাস করার পরে ছাত্রছাত্রীরা

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

সাড়ে ২৮ হাজার আসনে ভর্তি সাড়ে ছয় হাজার

এইচএসসি ভোকেশনাল

(১২-এর পাতার পর)

উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিজ্ঞান বিষয়ের পদার্থ, রসায়ন ও গণিতকে সঙ্কুচিত করে বৃত্তিমূলক পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ফলে এসএসসি ভোকেশনাল থেকে পাস করা প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী এইচএসসিতে ভোকেশনালে পড়তে চাইছে না। তারা অন্য শিক্ষাক্রমে চলে যাচ্ছে। এইচএসসি ভোক শিক্ষা ব্যবস্থার এই বেহাল দশার পরও '৯৮ সালে সৃষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ১৬শ' ২৭টি প্রশিক্ষক পদকে রাজস্ব খাতে নেয়ার জন্য আন্দোলন চলছে। অধ্যক্ষ ও চীফ ইনস্ট্রাক্টর পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হওয়া বাধ্যতামূলক হলেও নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পে চাকরিরত প্রকল্পভুক্ত এ সকল শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রকল্পকে রাজস্ব খাতে নেয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এইচএসসি ভোকেশনাল প্রকল্পটি চালু হয় '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে। প্রথমে ৪৬২টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১শ' ৫১ জন। পরবর্তীতে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ৪ হাজার ২শ' ২০টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয় মাত্র ৮শ' ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী। পাসের হার ছিল ৩০ দশমিক ৯৮ ভাগ। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে মোট ৮ হাজার ২শ' ৫০টি আসনের বিপরীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় ১৪শ' ৮০ জন। এর ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। '৯৮ সাল থেকে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ৩শ' ৫৫ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিলেও পাস করেছে মাত্র ১৮শ' ৮ জন। গড় পাসের হার ৩২ দশমিক ৫৭ ভাগ।

গত ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ হারুন-অর-রশীদ ও সভাপতি উপকমিটি মোঃ মতিয়ার রহমানের যৌথ স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো আবেদনে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত ও বেহাল অবস্থা থেকে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেছেন। আবেদনে টিএসসিগুলোর (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ) গত ৯টি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি, পরীক্ষার ফলাফল চিত্র তুলে ধরে টিএসসিগুলোতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি পাঠিয়ে এইচএসসি (ভোক) শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের শেষ সময়ে রাজনৈতিক আনুকূল্য নিয়ে প্রকল্পের এই জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়ার চেষ্টার বিষয়টিও খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।